গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২৬

তারিখ: ৩ শ্রাবণ ১৪২৯
১৮ জুলাই ২০২২

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক বার্তা নেই এবং কোন সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে না।

২। আজ ১৮ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

নদী বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক বার্তা নেই এবং কোন সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে না।

৩। আজ ১৮ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থা: উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে অবস্থানরত লঘুচাপটি উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মৌসুমী বায়ুর অক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র মাঝারি ধরণের সক্রিয় রয়েছে।

পূর্বাভাস: চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষন হতে পারে।

তাপপ্রবাহঃ রাজশাহী, রংপুর এবং নীলফামারী জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন):বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.১	৩৩.৮	৩৫.০	৩৫.৭	৩৬.৮	**৩৭.৫**	৩৫.৩	৩৩.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.২	২৭.৭	**২৫.৮**	**২৫.৮**	২৬.৫	২৭.৫	২৬.৫	২৬.৩

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সৈয়দপুর ৩৭.৫° সেঃ এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কুতুবদিয়া, টেকনাফ ও সিলেট ২৫.৮° সেঃ।
(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আবহাওয়া সংস্থাসমূহের গাণিতিক মডেলভিত্তিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘন্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, মেঘালয় ও হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০৯	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০
বৃদ্ধি	১৩	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০
হ্রাস	৯৪	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০
অপরিবর্তিত	০২	**বিপদসীমার উপরে**	০০
বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা			০০
বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা			০০

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (১৮ জুলাই,২০২২ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
-	-	-	-	-	-	-	

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বারিপাত(মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত(মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত(মি.মি.)
সুনামগঞ্জ	১৩০.০	জাফলং (সিলেট)	৭৩.০	-	-

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ:

স্টেশন	বারিপাত(মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত(মি.মি.)
চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়)	৫২.০	-	-

৫। অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ও উজান থেকে পানি আসার কারণে দেশের কয়েকটি জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিঃ

(১) সিলেটঃ সিলেট জেলার সুরমা, কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা এবং ১টি সিটি কর্পোরেশনের আংশিক, ৯৯টি ইউনিয়ন এর ৪,৮৪,৩৮৩ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছিল। এখনও ৬৫৪০টি পরিবার পানিন্দি রয়েছে। ইহাতে আনুমানিক ২৯,৯৯,৪৩৩ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যায় জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।** প্লাবিত লোকজনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য জেলায় মোট ৬৫২টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৯১,৬২৩ জন লোক এবং ১১,০৩০টি গবাদি পশু আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রিতরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরতে শুরু করেছে। বর্তমানে ২৩টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৫,৫২৩ জন লোক এবং ৬৮ টি গবাদি পশু অবস্থান করছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বোতলজাত পানি সংগ্রহ করে বন্যা দুর্গতদের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া ৪টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৪০টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পর্যন্ত সিলেট জেলার অনুকূলে ২০০০ মেঃটন জিআর চাল, ২ কোটি ১৫ লক্ষ জিআর টাকা এবং ৪৩,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১৯২৮ মেঃটন জিআর চাল, ২০,২১৮ প্যাকেট শুকনা খাবার, ২,৭২,০০,০০০/- জিআর টাকা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ৫,৬৫,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার (চিড়া, মুড়ি, গুড়, মোমবাতি, ম্যাচ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ওরস্যালাইন) বিতরণ করা হয়েছে।

(২) সুনামগঞ্জঃ সুনামগঞ্জ জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলার ১০০% এলাকা এবং শান্তিগঞ্জ, শাল্লা, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, মধ্যনগর, দিরাই, বিশ্বম্ভরপুর, জামালগঞ্জ, জগন্নাথপুর উপজেলাসমূহের ৯০% এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান: ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা- ১১টি, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন- ৮৮টি, পানিবন্দি পরিবার- ৯০,০০০ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৪,৫০,০০০ জন। জেলায় মোট ২৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে ১০৮টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১২,৭০০ জন লোক অবস্থান করছে। অন্যরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে। বন্যায় পানিতে তলিয়ে, বজ্রপাতে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৬/০৬/২০২২ থেকে ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুমানগঞ্জ জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ১৩৫৬ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ৩৮,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১৩৫৬ মেঃটন জিআর চাল, ২,৩৫,০০,০০০/- জিআর টাকা ও ২৮,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
(৩) মৌলভীবাজারঃ সম্প্রতি অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলা প্লাবিত হয়। জেলার ৭টি উপজেলার ৩৮ টি ইউনিয়নের ৬৬,৭৪৫টি পবিরার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৩,১৩,৫৫২ জন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী ১৬,৩৩৯ টি এবং ফসলে ক্ষতি ৪৬৮০ হেক্টর। জেলায় মোট ৭৭ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১০,০৭৫ জন মানুষ এবং ১,৭৪৫ টি গবাদী পশু অবস্থান করছে। বন্যায় জেলায় বড়লেখা উপজেলায় ৪ জন এবং জুড়ী উপজেলায় ০১ জনসহ মোট ০৫ (পাঁচ) জনের মৃত্যু হয়েছে।
বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ৩০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ৮০৫ মেঃটন জিআর চাল, ৪৫,৫৫,০০০/- জিআর টাকা, ৩০,৪১২ প্যাকেট দুধ এবং ১৪,২৪৩ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৬। বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক০১/০৪/২০২২খ্রিঃ থেকে ১০/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত বরাদ্দঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) অর্থ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (প্যাকেট/বস্তা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা	গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা	ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	গৃহমঞ্জুরী বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
১।	হবিগঞ্জ	১০০	৩০,০০,০০০/-	৪,০০০				
২।	মৌলভীবাজার	৩০০	৬২,৫০,০০০/-	২,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-		
৩।	শেরপুর	১৫০	১১,০০,০০০/-	৪,০০০				
৪।	জামালপুর	৩০০	২২,০০,০০০/-	৮,০০০				

৫।	নেত্রকোনা	৬০০	১,৩০,০০,০০০/-	৯,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-		
৬।	কিশোরগঞ্জ	১০০	১০,০০,০০০/-	৪,০০০				
৭।	নীলফামারী	-	৫,০০,০০০/-	৩,০০০				
৮।	সিলেট	২৫০০	৩,১৫,০০,০০০/-	৪৩,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	২,০০০ (দুই হাজার)	৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ)
৯।	সুনামগঞ্জ	১৮২০	৩,০৮,০০,০০০/-	৩৮,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	২,০০০ (দুই হাজার)	৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ)
১০।	রংপুর			৩,৫০০				
১১।	কুড়িগ্রাম	২০০	৩০,০০,০০০/-	১,০০০				
১২।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪০০	১১,৫০,০০০/-	২,০০০				
১৩।	লালমনিরহাট	৩৫০	৯,০০,০০০/-	-				
১৪।	কুমিল্লা	২০০	১৭,০০,০০০/-	১,৭০০				
১৫।	গোপালগঞ্জ	২০০		৩,০০০				
	মোট	**৬,২২০**	**৭,৬১,০০,০০০/-**	**১,২৬,২০০**	**৪০,০০,০০০/-**	**৪০,০০,০০০/-**	**৪,০০০ (চার হাজার)**	**১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ)**

৮। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৭ জুলাই,২০২২খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২২ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৬	০	০
২।	ময়মনসিংহ	৪	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	২	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৫	০	০
	মোট	**২২**	**০**	**০**

১৮-৭-২০২২
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২৬/১(১৭২)

তারিখ: ৩ শ্রাবণ ১৪২৯
১৮ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪) সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৫) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল)
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) উপ-পরিচালক (সকল)
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১২) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৩) জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা
১৪) সহকারী পরিচালক , যানবাহন শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১৮-৭-২০২২
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা